

৩১টি বার্গারের অর্ডার দিল শিশু

প্রথম আলো ডেস্ক



অনলাইনে অর্ডার দেওয়া বার্গারের পাশে শিশু ব্যারেট ছবি: সংগৃহীত

বাড়িতে মা নিজের কাজে ব্যস্ত। আনলক অবস্থায় তাঁর মুঠোফোন পড়ে রয়েছে পাশেই। মুঠোফোনটি হাতে তুলে নেয় দুই বছরের শিশু। সেটায় একটি খাবার সরবরাহকারী অ্যাপ চালু করে, তা থেকে বার্গার অর্ডার করে ফেলে শিশুটি। একটি, দুটি নয়, পাক্কা ৩১টি চিজবার্গার। সরবরাহকারী বাড়ির দরজায় বার্গার নিয়ে হাজির হলে টনক নড়ে মায়ের। ততক্ষণে আর করার কিছুই নেই। অগত্যা সেসব বার্গার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয় ওই নারীকে।

বিজ্ঞাপন

মজার এ ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য টেক্সাসে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই)

গত মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ওই নারীর নাম কেলসি গোল্ডেন। বাড়ি টেক্সাসের রিকার্ডো এলাকায়। তাঁর দুই বছরের ছেলের নাম ব্যারেট।

সম্প্রতি বাড়িতে বসে নিজের কম্পিউটারে কাজ করছিলেন কেলসি। কাজে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে পাশে তাঁর মুঠোফোনটি আনলক অবস্থায় রয়েছে, তা খেয়াল করেননি। ব্যারেট মায়ের মুঠোফোন হাতে নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে। একপর্যায়ে সে খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ ‘ডোরড্যাশ চালু’ করে ফেলে। এরপর না বুঝেই ম্যাকডোনাল্ডসের ৩১টি চিজবার্গার অর্ডার করে।

আধা ঘণ্টার মধ্যে কেলসির বাড়ির দরজায় ডোরড্যাশের সরবরাহকারী পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল ৩১টি বার্গার। বার্গার হাতে খাবার সরবরাহকারীকে দরজায় দেখে অবাক হন কেলসি। বুঝতে পারেন, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু ঠিকানা আর খাবারের বিলে থাকা মুঠোফোন নম্বর মিলিয়ে দেখেন, সেটা তাঁরই। তখন বুঝতে পারেন, এ কাণ্ড ঘটিয়েছে বছর দুইয়ের ব্যারেট।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে কেলসি জানান, ম্যাকডোনাল্ডসের ৩১টি বার্গারের দাম ছিল ৬১ ডলার। বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার বিল, সরবরাহকারীর বকশিশসহ এ বাবদ তাঁর পকেট থেকে মোট ৯১ ডলার ৭০ সেন্ট বেরিয়ে গেছে।

মজার বিষয় হলো, ব্যারেট ৩১টি বার্গার অর্ডার দিলেও খেয়েছে মাত্র ১টির অর্ধেক। বাকি বার্গারগুলো নিয়ে বিপাকে পড়েন কেলসি। পরে তিনি পুরো ঘটনা উল্লেখ করে স্থানীয় কমিউনিটির ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন। তাতে বার্গার খাওয়ার জন্য আশপাশের মানুষদের আমন্ত্রণ জানান। কেলসির ওই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া ফেলে দেয়। অনেকেই কেলসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাড়িতে এসে তাঁর কাছ থেকে বিনা মূল্যে বার্গার নিয়ে যান।



সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২২ প্রথম আলো